দর্শনা-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়ক চলাচলের অনুপযোগী ও ঝুকিপূর্ণ

দর্শনা ডুগডুগি পশু হাট থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলখানা পর্যন্ত মহা- সড়কটি গত দেড় বছরে ১২ বার সংস্কার করা হলেও চলাচলে অনুপযোগী ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত দেড় বছর আগে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়।

এরপর থেকে প্রায় ১৩ কিলো সড়কটির প্রথমে ৮৭টি স্থানে ফুলে উঠে বড় বড় ডিব্বি হয়ে যায়। ঐ স্থানে খুঁড়ে নতুন করে পিচ খোয়া দিয়ে মেরামত করা হয়। এরপর থেকে একের পর এক ২০০ থেকে ৩০০টি স্থানে খুড়ে মেরামত করা হয়।

বর্তমানে এক কিলোর সড়কের মধ্যে ১০০-১৫০টি স্থানে বড় বড় ডিব্বি ও খানা খন্দে পরিনত হয়েছে। গতকাল জয়রামপুর মজা পুকুরের নিকট মহা সড়কটি আবার খুড়ে খুড়ে মেরামত করছে। এ নিয়ে ১৩ কিলো মিটার এ সড়কটি ১২ বার মেরামত করা হচ্ছে। বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের শেষ সময়ের দিকে এ সড়কটি নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সড়কটি মরণ-ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত এ সড়কে দুর্ঘটনার স্বীকার হচ্ছে চলচলকারী জন-সাধারণ।

চুয়াডাঙ্গায় সবুজ উদ্যোক্তা গড়ার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবুজ উদ্যোক্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘কমিউনিটি বেজড এক্টিভেশন সভা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গা শহরের মালোপাড়াস্থ ওয়েভ ট্রেনিং সেন্টারে দিনব্যাপি এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ‘ইয়ুথ গ্রিণ এন্টারপ্রেণারশিপ

ডেভেলপমেন্ট’ প্রকল্পের আওতায় এ সভা হয়েছে।

ওয়েভ ফাউন্ডেশন বাস্তবায়িত প্রকল্পের এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এম. সাইফুল্লাহ। সভাপতিত্ব করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান। বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাকসুরা জান্নাত, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. নাজমুল হোসেন, তৌফিক এগ্রো সাপোর্ট’র স্বত্বাধিকারী এএসএম তৌফিকুল আলম, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা আব্দুস শুকুর ও জেলা লোকমোর্চার সহ-সভাপতি তানজিলা মনোয়ার।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তরুণদের শক্তি কাজে লাগাতে হবে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সবুজ উদ্যোক্তা তৈরি অত্যন্ত জরুরি।

আয়োজকরা জানান, প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা ও মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫১০ জন তরুণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সবুজ উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হবে। যাতে তারা পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

সভায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, যুব সংগঠক, সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিসহ ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রকল্প উপস্থাপন করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল আলম। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন প্রজেক্ট অফিসার কানিজ সুলতানা, মাহবুব আবির ও জিল্লুর রহমান।

দর্শনায় দিনে-দুপুরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ন

লুটের চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় দিনদুপুরে এক স্বর্ন ব্যাবসায়ীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে স্বর্নের দোকানে লুট করার চেষ্ঠা চালিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার মোড়ে বন্ধু জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে। আহত জুয়েলারী ব্যাবসায়ী শ্রী সঞ্জয় কুমার সান্তারা (৩৬)কে রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে একজন ক্রেতা সেজে মুখে মাক্স পরিহিত অবস্থায় বন্ধু জুয়েলারীতে আসে।

এসে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় কুমারকে বলে আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কিছু স্বর্নের জিনিস লাগবে একটু দেখান।সঞ্জয় ক্রেতাকে স্বর্নের কানের দুল চেইন আংটি বিভিন্ন আইটেমের জিনিস দেখাই। ক্রেতা বলে আপনার একাউন্ট নাম্বার দেন জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয় বলে আমার কোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই। ক্রেতা বলে তাহলে বিকাশ নাম্বার দেন সেটাও আমার নাই।সঞ্জয় বলে সামনে বুথ আছে আপনি টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তখন ক্রেতার হাতে একটি ব্যাগ ছিলো ব্যাগ থেকে চাকু বা হাতুড়ি বের করে তা দিয়ে স্বজরে জুয়েলারী ব্যাবসায়ী সঞ্জয়কে মাথায় আঘাত করে।পরে সঞ্জয় দোকানের ভেতর পড়ে গিয়ে চিৎকার করলে আশেপাশের লোকজন দ্রুত এগিয়ে আসে। পরে সঞ্জয় কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আহত সঞ্জয় দর্শনা কলেজ পাড়ার শ্রী সুধীর সান্তারা স্বর্ণকারের ছেলে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রী সঞ্জয়ের মাথায় প্রায় নয়টি সেলাই হয়েছে বলে জানা গেছে।এ ঘটনায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করলে সঞ্জয় বলে আমি তাকে চিনতে পারেনি মুখে মাক্স পরা ছিল। এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মুখে মাক্স পরা অবস্থায় একজন মেরে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার এ এসপি জামাল আল নাসের ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনাস্থলে সাথে সাথে আসেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।পরে সিসি টিভির ফুটেজ দেখে ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।এ বিষয়ে দর্শনা জুয়েলারী ব্যাবসায়ীর সাধারন সম্পাদক অবনী সান্তারা বলেন,পুলিশ আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে দ্রত আসামীকে গ্রেফতার করবো।এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ

তিতুমীর বলেন,আমরা দ্রত সিসি ক্যামরার ফুটেশ দেখে এবং সনাক্ত করে তাকে দ্রত গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চাল্লাছি।এ ঘটনায় মামলার প্রস্ততি চলছে।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) পরিচালক নাজমুল হাসান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে উপজেলার দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে দর্শনা কম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকের আলোচনার এক পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিল।

নাজমুল হাসান আরো জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের

পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

পরে তাদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১২ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারীদের জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার হাসপাতাল সড়কে পরিচালিত ওই তদারকির সময় জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, তদারকিতে মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ফ্রিজে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করার কারণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ধারায় যৌথ স্বত্ত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান জনতা ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী জান্নাতুল, হাসান, ইসমাঈল, হাসনাত, শাকিল এবং ওলিকে ৩০ হাজার টাকা ও নিউ জনতা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বত্বাধিকারী মমিনুল ইসলামকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তাদের কাছ থেকে জরিমানার টাকা আদায় করা হয়। এসময় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হালনাগাদ করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহার না করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

তদারকি কাজে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, পৌর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর

নার্গিস জাহান, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও একদল জেলা পুলিশের সদস্য। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ক ইয়াবাসহ আটকের ৪ ঘন্টা পর মুক্ত

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ৪০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দর্শনা পৌর বিএনপি’র সম্বনয়ককে আটক করছে।

জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র নেতৃত্বে দর্শনা ক্যাম্পের বিজিবি অভিযান চালায় দর্শনা পুরাতন বাজার টুকু মিয়ার ‘স’ মিলের সামনের দর্শনা-মুজিবনগর সড়কের পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় দশর্না মুজিবনগর সড়কের উপর থেকে তাকে আটক করে। পরে তার মোটরসাইকেলের সিটের নিচ থেকে ৪০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করে। এ ঘটনায় স্থানীয় গণ্যমান্য লোকজন তার এ আটকের ঘটানাটি ষড়যন্ত্রমুলোক বলে তাঁকে ছেড়ে দিতে বিজিবি’র কাছে আবেদন করলে ৪ ঘন্টা ধরে বিজিবি ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি’র কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নাজমুল হাসান জানান, দশর্নার স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ বিষয়টি ষড়যন্ত্রমুলোক ভাবে, কে বা কাহারা ফাঁসাতে এমনটি করেছে বলে জানান। এরপরও ব্যাপক তদন্ত শেষে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দশর্না থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে বিজিবি একটি লেখা নিয়ে এসে তদন্তের সার্থে আবার বিজিবি ক্যাম্পে চলে যায়। এছাড়া আর কিছুই জানি না। রামনগর গ্রামের লোকজন জানান, রেজাউল ইসলাম এর বিরুদ্ধে ইতোপুর্বে এ ধরনের কোনো অভিযোগ আমরা পায়নি।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ছাত্র সমাবেশে জেলা আমীর রুহুল আমিন

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর মোঃ রুহুল আমিন বলেছেন, ইসলামী আন্দোলনের সফলতার মূলমন্ত্র হলো পরিশ্রম করা। আগামী নির্বাচনে নতুন প্রজন্মের প্রথম ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে নেয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে।

তরুণ প্রজন্মের কাছে তাদের সমস্যা জানতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের ভোট দাড়িপাল্লার পক্ষে আনতে হবে। আমরা যাই বলি, যাই করি প্রকৃত পক্ষে আমরা স্বপ্ন দেখি তোমাদের মতো তরুণদের নিয়ে। তোমরা আমাদের ভবিষ্যত, তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা। তোমাদের এগিয়ে যাওয়া, তোমাদের সফলতা আমাদের খুশির কারণ। বাংলার এই জমিন ত্রুটি মুক্ত, বৈষম্য মুক্ত, চাঁদাবাজ মুক্ত তোমরা করতে চাও। বাংলার জমিন অপসাংস্কৃতির ছয়লাব থেকে বাঁচানোর জন্য তোমরা সবার আগে এগিয়ে যেতে চাও। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আলী এবং উমরের উত্তসূরীর মতো হতে হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা যেন মুক্তার মালার মতো হতে হবে। তোমরা এগিয়ে আসো, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় আছি।

তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ছাত্রসমাবেশে এ কথা বলেন।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টায় দর্শনা পৌর অডিটোরিয়াম-কাম কমিউনিটি সেন্টারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত ঘোষিত সংসদ সদস্য প্রার্থী বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবি মোঃ রুহুল আমিন। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নির্বাচন পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান এবং জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের জেলা প্রশিক্ষন সম্পাদক মোঃ

জিয়াউল হক, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি মোঃ মাহফুজুর রহমান, সাবেক জেলা সভাপতি হাফেজ মহাসিন, জামায়াতের দামুড়হুদা থানা আমীর নায়েব আলী, দর্শনা থানা আমীর মাওলানা রেজাউল করিম, দর্শনা পৌর আমীর সাহিকুল আলম অপু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজ শাখার সভাপতি পাভেজ আলম, দামুড়হুদা থানা সভাপতি আল ফাহাদ সবুজ, জীবননগর থানা সভাপতি রাসেল আহমেদ, দর্শনা পৌর সভাপতি লোকমান হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন শিবিরের জেলা সেক্রেটারী হাফেজ আমিরুল ইসলাম।

দর্শনায় বেশি দামে সার বিক্রি, ব্যবসায়ীকে লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে ধরা পড়লো অনিয়ম। মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নকল সন্দেহে জব্দ করা হয়েছে ৮ বস্তা সার, যা পরীক্ষার জন্য কৃষি দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা চালানো হয়। এসময় স্থানীয় মুদি দোকান ও সার-বীজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয়।

অভিযানে মেসার্স কামরুল ট্রেডার্স-এ মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ মেলে। টিএসপি সারের নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা হলেও প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫০ থেকে ২৩০০ টাকায় বিক্রি করছিল। এ অপরাধে মালিক মো. কামরুল হাসান-কে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪০ ও ৫১ ধারা অনুযায়ী এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।

এছাড়া, প্রতিষ্ঠানের গুদাম থেকে নকল সন্দেহে ৮ বস্তা বাংলা টিএসপি সার জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সার পরীক্ষার জন্য সদর উপজেলা কৃষি অফিসে পাঠানো হয়েছে। টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী

আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অভিযান চলাকালে বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতি মূল্যতালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত দামে পণ্য বিক্রি করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন কীটনাশক, সার-বীজ ও ঔষধ বিক্রি না করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার চিৎলায় ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার চিৎলায় ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দামুড়হুদা মডেল থানার আয়োজনে এই ওপেন হাউজডে অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আত্তাপ আলীর সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সেকেন্ড অফিসার মেহেদী হাসান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ,
দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাবেক প্রচার সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবলুর সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, বিএনপি নেতা শফি মহুরি, যুবদল নেতা দেলোয়ার হোসেন, আলমগীর হোসেন, স্বপন,চিৎলা হাসপাতাল গেটের সামনের ফার্মেসী ব্যাবসায়ীবৃন্দ,আমন্ত্রিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ সকল শ্রেনীপেষার মানুষ।

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের টাকা চুরির এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার, দুই চোর গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ভিক্ষুকের জমানো টাকা চুরির ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়েরের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে চুরি হওয়া টাকা উদ্ধারসহ দুই চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ বাজারের মদনবাবুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ টাকা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা গ্রামের দলিরুর রহমানের ছেলে রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু (৩৮) এবং মৃত খলিল হোসেনের ছেলে ভোলা হোসেন (৩৫)। পুলিশ জানায়, তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেহালা গ্রামের মোছাঃ জোসনা খাতুন
(৬৮) নামের এক বৃদ্ধা ভিক্ষুক তার প্রতিবন্ধী ছেলে মোবারককে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করেন। ভিক্ষার টাকাই ছিল তাদের একমাত্র ভরসা। গত ১৭ আগস্ট রাত ৮টার দিকে রাতের খাবার শেষে তিনি ও তার ছেলে বাজারে পান খেতে যান। এ সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরের তালা ভেঙে টিনের বাক্সে রাখা তার জমানো ৫০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর টাকা না পেয়ে হতাশ বৃদ্ধা বুধবার রাতে আলমডাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপরই আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নির্দেশে এসআই (নিঃ) মোঃ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম চৌকস অভিযান চালিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেফতার এবং ২৯ হাজার ৮০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভিক্ষুক জোসনার জীবনের সব সঞ্চয়ই ছিল ওই টাকা। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপে টাকা উদ্ধারের ফলে তিনি স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।